# লেখকের স্ত্রী যখন গল্প বললেন

## দিলরুবা শাহানা

মাসটা ছিল ২০১৩র সেপ্টেম্বর। মেলবোর্ন এয়ারপোর্টে লেখকের জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিল সবাই। এই লেখক ভীষন জনপ্রিয় এক ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের মুহম্মদ জাফর ইকবাল। শুধু সাহিত্যমোদী পাঠক নন এমনিতেই অসংখ্য মানুষ এই লেখকের ভক্ত। লেখক আসছেন স্ত্রী ডঃ ইয়াসমিন হককে সঙ্গে নিয়ে। দু'জনই বাংলা সাহিত্য সংসদের অতিথি। এদের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। দীর্ঘ ১৮বছর আমেরিকা প্রবাসী ছিলেন। দু'জনই এখন বাংলাদেশের রাজধানী থেকে দূরে সুন্দর চা বাগান ও ছোট্ট ছোট্ট টিলার(পাহাড় নয়) জেলা সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

বাসাস (বাংলা সাহিত্য সংসদ)সব লেখকলেখিকার ব্যাপারে যেমন এদের নিরাপত্তার ব্যাপারেও সমান সতর্ক। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হতে পারে মানবাধিকারকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ঠিক নয় তবে বলা যায় মুখ ভেংচিয়ে তৈরী প্রটোকলের নিবির বেষ্টনীতে লেখককে আটকে রাখার দরকার কি? আমিও তেমনি ভাবতাম। পরে এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই নিরাপত্তা বা নিয়ন্ত্রণের ততোবেশী সমালোচনা আর করতে পারা যাচ্ছেনা।

ঘটনা হল এক মহিলার গাড়ী দূর্ঘটনায় পড়েছে। মহিলা ভয়ে রাগে উত্তেজনায় ধাক্কা যে গাড়ী দিয়েছে সে দিকে ছুটলেন। কাছে গিয়েই চালককে দেখে মহিলার রাগ বিরক্তি সব নিমেষে উধাও। কিসের গাড়ী মেরামতির জন্য দাবী তোলা, সব ভুলে গেলেন। তড়িঘড়ি ঐ গাড়ীর চালককে বেঁধেছেধে নিজের গাড়ীর বুটে ঠেলেধাক্কিয়ে তুলেই ঐ দূর্ঘটনার জায়গা থেকে খুব তাড়াতাড়ি সট্‌কে পড়লেন। নিজ বাড়ীতে ফিরে প্রথমেই সবচেয়ে পিছনের ঘরে লোকটিকে তালাবদ্ধ করলেন। কিছুক্ষণ পর কাগজ আর কলম হাতে ফিরে আসলেন। বন্দি লোকটির হাতে কাগজ কলম গছিয়ে দিয়ে কড়া গলায় বললেন

‘শুন বাছাধন, তোমার অমুক বইয়ের শেষ অধ্যায় যদি পরিবর্তন করে না লিখছো, তোমার মুক্তি হবে না!’

বন্দী লোকটি একজন লেখক আর ঐ মহিলা লেখকের ভয়ংকর ভক্ত এক পাঠিকা। ঘটনাটা ঘটেছে হলিউডী এক মুভিতে। এবার কারও বুঝতে ও মানতে সমস্যা হবে না যে লেখকের নিরাপত্তা বিধান, প্রটোকলের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলা কতটা জরুরী।

আগেই বলেছি ইঁনারা দু'জন শিক্ষক। তাঁদের মেধাবী প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এবং যারা পরবর্তীতে তাদের সহকর্মী এমন অনেকেই এদেশে রয়েছেন। এরাও খুব উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অপেক্ষায়। এয়ারপোর্টে স্বাগতঃ জানাতে যেতেও আগ্রহী। এবিষয়ে ছোট্ট একটি খট্‌কা রয়ে গেল। প্রটোকলের খট্‌কা। সংগঠনের বাইরে আর কেউ লেখককে স্বাগতঃ জানাতে আসতে পারবে কিনা তা নিয়ে প্রটোকল কি বলে জানা নেই। এখানে পরিস্থিতি আবার অন্যরকম। এবার ইয়াসমিন হকও যে রয়েছেন সঙ্গে। তিনিও শিক্ষক। যাক চিন্তিত অবস্থায় চারদিকে সতর্ক চোখ ফেলছি। এই বুঝি কেউ এসে হাজির হল। বহু কাংখিত লেখক এসেছেন তাঁর আগমনী আনন্দ ও পড়ন্ত সূর্যের মায়াবী সোনালী আলোও আমার মনের অস্থিরতা দূর করতে পারছিল না। হঠাৎ দেখি আমাদের মতোই বাদামী চামড়ার দু'জন হাজির। এবার বোঝা গেল শিক্ষিকা হিসেবে লেখকের স্ত্রীও যে কি ভীষণ জনপ্রিয়। তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাস্নেহ বিনিময়ের মনকাড়া দৃশ্য দেখার মুগ্ধ মুহূর্তেও আমাদের মাঝে একজন নম্র গলায়ই বললেন

‘আমাদের নিয়ম হল মূল প্রোগ্রামের আগে সংগঠনের বাইরে কেউ লেখকের সঙ্গে দেখা করেন না’

সঙ্গে সঙ্গে আমি তার চেয়ে নম্র স্বরে যৌক্তিক কথাটি বলতে বাধ্য হলাম

‘এয়ারপোর্টতো সংগঠনের জুরিস্‌ডিক্সন(আইনী এখতিয়ার)এর আওতায় নয়’।

অধীত বিদ্যা আইন তাই যুক্তিটা ঠিক সময়েই মনে পড়ে গেল।

ইয়াসমিন হক অত্যন্ত সহজ সাবলীল একজন মানুষ। প্রথম দেখার সময় থেকেই সবার প্রতিই বন্ধুভাবাপন্ন ও আন্তরিক একজন মানুষকে পেলাম আমরা।

আসার আগেই উনাদের প্রাক্তন ছাত্রদের সাথে আলাপচারিতার সময়ে টের পেয়েছি এ দুজন তাদের কত কাছের মানুষ। দুঃখ হল কিছুটা এই ভেবে কেন যে এই মহিলার ছাত্রী হলাম না। লেখক অনেক মানুষের কাছে পৌঁছেছেন তার লেখনীর মাধ্যমে। সে কারনে মানুষ তাঁর কথায়(অর্থাৎ লেখায়) হাসে, কাঁদে আবার লেখার সাথে সাথে লেখককেও ভালবাসে। ডঃ ইয়াসমিন হকেরও ব্যক্তিগত গুণাবলী তাকে চারপাশের মানুষের শ্রদ্ধাভালবাসা অর্জনে সাহায্য করেছে। সবার প্রতিই তাঁর সহমর্মী মন আবার লেখক স্বামীর কাছে ভক্তপাঠকের যে প্রত্যাশা

সে প্রত্যাশার চাপ ধৈর্যের সাথে সামলানোতেও উনি ভীষণ পারদর্শী। সৃজনশীল মানুষের মনমেজাজের হদিস পাওয়া কঠিন ব্যাপার। তবে স্ত্রীর কারনেই সম্ভবতঃ আমাদের লেখককে আমরা সবসময় প্রফুল্লচিত্তে পেয়েছি। আমাদের নানা আব্দার, আর ভক্তপাঠকের চাপে স্বল্পভাষী মানুষটির ক্লান্তশ্রান্ত মুখ দেখে মায়াই লেগেছে। তারপরও ইয়াসমিন হক হাসিমুখে বলেছেন 'না না অসুবিধা নেই জাফর বইমেলাতে এক নাগাড়ে ছয়ঘণ্টা বসে অটোগ্রাফ দেয়'।

অনুষ্ঠানের দিন আমরা (অর্থাৎ বাসাস) মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় নিয়েছিলাম লেখকের নানা দিক তুলে ধরার জন্য বাকী দেড়ঘণ্টারও বেশী সময় লেখকের একাই ছিল। ক্লান্তিহীন স্মিতমুখে বক্তব্য রাখলেন, তারপর প্রশ্নোত্তর চালাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে দর্শকদের মাঝ থেকে এক ছাত্রী 'ম্যাডামের কথা সবসময়ে শুনি আজ কেন শুনছিনা' এমন কিছু বললেন। তারপরও লেখকের সময় কমে যাবে ভেবে ইয়াসমিন হক কথা না বলাই ভাল মনে করলেন। এক পর্যায়ে একজন অদ্ভুত এক প্রশ্ন করলেন যা অনুষ্ঠানের মেজাজের সাথে মানানসই নয়। আমরাও বিব্রত। লেখক নিজেও পরে স্মিত হেসে বলেছেন 'সাহিত্যের আসরে গোঁফ নিয়ে প্রশ্ন! আমিতো হকচকিয়ে গেছি'।

এবার উঠে দাড়ালেন লেখকের স্ত্রী। ফলাফল চমৎকার। লেখক হুমায়ূন আহমেদ একবার কোথায় যেন বক্তৃতায় বলেছিলেন 'আমি যতক্ষন পিচে(অর্থাৎ ক্রিকেটের পিচ) থাকি ছক্কাই তুলি'। অর্থাৎ তাঁর ব্যাটিংএর শক্তি এমন প্রচন্ড যে বল সবসময়ই বাউন্ডারীর বাইরে গিয়ে পড়ে। আমরা জানি প্রিয় ব্যাটস ম্যানের ব্যাটের পিটুনি খেয়ে বল যখন বাউন্ডারীর বাইরে পড়ে তখন রক্তে আনন্দের বান ডাকে।

ইয়াসমিন হক এমন সাবলীল ভাষায় রস মিশিয়ে গোঁফবিষয়ক কাহিনি শুনালেন যে নিজেদের জীবনের গল্প বলেই উঁনি ছক্কা তুললেন।

লেখকের গোঁফ রাখার পেছনে কারন বা পরামর্শদাত্রী ছিলেন ইয়াসমিন হক নিজে। দু'জনেই সহপাঠী এবং একসাথে আমেরিকাতে একই ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছেন তখন। ইয়াসমিন হকও খুব মেধাবী ছিলেন এবং উনার আত্মীয়ের কাছে শুনেছি ছোটবেলাতেই ইয়াসমিন হক গুছিয়ে গল্প করতে পারতেন। ঐদিনের আসরেও প্রায় আড়াইশ মানুষের সামনে গল্পটি গুছিয়ে বললেন, মানুষজনও মুগ্ধ হল। তার অকপট ভাষ্য গুনীজনের প্রশংসা ও সম্মান কাড়লো। পড়াশুনা চলাকালীন সময়েই দু'জনে বিয়ে করার কথা ভাবলেন। এরমাঝে দু'জনের হৃদয়ের বোঝাপড়া হয়েই গেছে বোঝা যায়। ইয়াসমিন হক দেশে বাবা-মাকে জানালেন তার সিদ্ধান্ত। ছুটিতে দেশে ফিরবেন। তখনই বিয়ের পাত্র হিসাবে জাফর ইকবালকে দেখবেন উনার বাবা। জাফর ইকবাল তখন আরও শুকনা পাতলা ছিলেন।

একে সমবয়সী তার উপর ভীষন চিকন পাতলা। জাফর ইকবালকে ভারিক্কি দেখানো বা তাকে ভাবগম্ভীর করে তোলার জন্য ইয়াসমিন হক উনাকে গোঁফ রাখতে উৎসাহ জোগালেন। পাত্র গোঁফ রেখেই ঢাকায় ফিরলেন। শুকনা পাতলা জাফর ইকবালকে পাত্র হিসাবে বাবা কিভাবে নেবেন সে নিয়ে ইয়াসমিন হকের দুঃশ্চিন্তা। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে ইয়াসমিন হক বললেন 'আমার বাবা খুব কড়া মানুষ ছিলেন, এই যে এখানে দীপু ভাবী আমার ফুপাতো ভাইয়ের স্ত্রী রয়েছেন তারাও জানেন'।

ইয়াসমিন হকের কোন এক বোনের বাসায় পাত্র দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মুহম্মদ জাফর ইকবাল ওই বাড়ীতে আসবেন। মা-বাবা যখন পাত্র হিসাবে মুহম্মদ জাফর ইকবালকে দেখতে আত্মীয়বাড়ী গেলেন ইয়াসমিন হক তখন উৎকণ্ঠা নিয়ে অধীর অপেক্ষায়। সমবয়সী সহপাঠী, তার উপর শুকনা মানুষটি। বাবা পাত্র হিসাবে অনুমোদন করেন কি না করেন! এটা ভেবে ইয়াসমিন হক আশংকায় ব্যাকুল। অবাক কান্ড ইয়াসমিন হকের বাবা পাত্র দেখে উৎফুল্ল মনে গুনগুন করতে করতে বাড়ী ফিরলেন। গোঁফ রেখে শক্তপোক্ত গাম্ভীর্য চেহারাতে আনা হয়েছিল ঠিকই। পাত্রের শুকনাপাতলা কাঠামো কিভাবে লুকানো হয়েছিল? লেখকের বুদ্ধির কারনে বাবা ধরতেই পারেন নি পাত্র কিরকম যে শুকনা ছিলেন। ইয়াসমিন হক মঞ্চে উপবিষ্ট লেখক স্বামী জাফর ইকবালকে দেখিয়ে বললেন

'বুদ্ধি! বুদ্ধিতো সাংঘাতিক! নিজে পাঞ্জাবী পড়েছিল আর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল তার চেয়েও শুকনা তার চেয়েও পাতলা এক মামাকে'

উঁনার সরস কাহিনি শুনে হলে দর্শকদের মাঝে হাসির হিল্লোল বয়ে গেল। গল্পের শেষে এসে জানালেন এখন এই যুগলের দুটি সন্তান নাবিল ও ইয়েশিম তাদের বাবার গোঁফের দারুন ভক্ত।

ইয়াসমিন হককে চারপাঁচ দিন দেখেছি মাত্র। মিষ্টিভাষী, আলাপী, আন্তরিক লক্ষ্মী একজন নারী। এখানেই শেষ করা উচিত তবে করা যাচ্ছে না। আমার জীবনসাথী কম কথার মানুষটির একটি পর্যবেক্ষন না লিখলে অন্যায় হবে। সে আমাকে ভীষণ নীচু স্বরে বলেছিল

'ইয়াসমিন ভাবী খুব কেয়ারিং একজন মানুষ খেয়াল করেছ'

ঘটনা হল অষ্ট্রেলিয়াতে পৌঁছেই একটু থিতু হয়ে ইয়াসমিন হক বলেছিলেন 'আম্মাকে ফোন কর, আম্মাকে ফোন কর'।

ইয়াসমিন হকের মা কিছুদিন আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। উনি বেঁচে নেই। এই 'আম্মা' হচ্ছেন লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবালের মা।

আমার মিতভাষী স্বামী মাকে হারিয়েছে শৈশবে সে ইয়াসমিন হকের 'আম্মাকে ফোন কর' কথাটা মনে গেঁথে রেখে দিয়েছে অনেক যত্ন করে।

যাওয়ার দিনে এয়ারপোর্টে আমি একসময়ে লেখককে জিজ্ঞেস করেছিলাম

'আঠারো বছর পর আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার কথা যখন ভাবলেন ভাবী কি বললেন?'

অসাধারন সুন্দর এক হাসি হেসে এক পলকের জন্য স্ত্রীকে দেখে নিয়ে আমাকে প্রশ্নের মুখে ফেললেন

'ও রাজী না হলে কি আসা যেতো?'

সত্যি ইয়াসমিন হক দেশে ফিরতে রাজী না হলে আমরা আজকের জাফর ইকবালকে পেতাম না।

মনে পড়লো তাঁদের বহুদিনের ঘনিষ্ঠ এক ছাত্রের ঐ উক্তিটিই যথার্থ 'With a wife like Yasmeen Haque anyone can be Zafar Iqbal'।